সমাজদর্পণ

দ্বিতীয় পর্ব

বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয়
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
২০২১

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের পক্ষ থেকে বাৎসরিক দেওয়াল পত্রিকা (Wall Magazine) প্রকাশিত হয়। Covid - 19 মহামারীর কারণে অনলাইন পঠন-পাঠন চলছে। সুতরাং এই বিশেষ পরিস্থিতিতে গত বছর হতে বিভাগের পক্ষ থেকে ই-ম্যাগাজিন প্রকাশিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই ধারা বজায় রেখে 2021 সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ই-ম্যাগাজিন প্রকাশিত হল।

বিষয়বস্তু

* **নাগরিক সমাজ ও রাজনীতি**
* **সোশ্যাল মিডিয়া এবং রাজনীতি**
* **বুদ্ধিজীবী**
* **সমাজ মাধ্যমে আড্ডা- গল্প (চ্যাটিং)**

সমাজদর্পন ও কিছু অভিজ্ঞতা

সমাজদর্পণ –2021, বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অনলাইন দেওয়াল পত্রিকার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। বিভাগীয় ছাত্র–ছাত্রীদের বৌদ্ধিক বিকাশ, সৃজনশীলতা ও মননের প্রতিবিম্ব হলো সমাজদর্পণ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চায় বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে পড়ুয়াদের চিন্তাভাবনা, বিচার-বিশ্লেষণ ও বহুমুখিতার আলোকে পরিবেশন ও প্রসারিত করার প্রয়াস নিয়ে দেওয়াল পত্রিকার পথ চলা শুরু। দ্বিতীয় সংস্করণের ক্ষেত্রেও এই প্রয়াস ও পরিশ্রম অব্যাহত । সমাজদর্পণ একাধারে বিভাগীয় ছাত্র ছাত্রীদের বিদ্যা চর্চার সৃজনশীল ক্ষেত্র, অন্যদিকে তরুণ প্রজন্মের সমাজ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণের এক ক্ষুদ্র সংকলন। দ্বিতীয় সংস্করণে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের উপর ছাত্র–ছাত্রীদের ভাবনা ও বিশ্লেষণ পরিস্ফুটিত হল। ভারতীয় সমাজের বয়স ভিত্তিক সর্ববৃহৎ অংশের প্রতিনিধি হিসাবে তরুণ–তরুণীদের দৃষ্টিতে সমাজকে দেখার ও বোঝার একটি ক্ষেত্র হল সমাজদর্পণ। তরুণ প্রজন্মের মতামত ও চিন্তাভাবনাকে কখনো অপরিপক্ক বলতে পারি, কখনো অকৃপণ প্রশংসা করতে পারি । সুতরাং সমাজদর্পণে ছাত্র–ছাত্রীদের চিন্তন ও মননকে প্রশংসা বা সমালোচনা করতেই পারি কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। পরিশেষে, কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়, TCS মহাশয় এবং বিভাগীয় সকল অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণকে ধন্যবাদ জানাই উপদেশ এবং সহযোগিতা প্রদানের জন্য।

Department of Political Science
Barasat Government College

বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতি

বুদ্ধিজীবী বলতে বোঝায় সাধারণ মানুষের থেকে বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল, বিদগ্ধ এবং দূরদর্শিতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে। সমাজের একটি উচ্চস্তরের এদের বাস। শিক্ষকতা, আইনচর্চা, চিকিৎসা, অভিনয়, দর্শন প্রভৃতি যে কোন দিক থেকে পারদর্শী হয়ে থাকে বুদ্ধিজীবীরা কিন্তু শুধুমাত্র পেশাগত দিকেই এদের কর্মপরিধি সীমাবদ্ধ থাকেনা, দেশের বৃহত্তর স্বার্থ কি? কি করে দেশের মঙ্গল সাধন হবে? এই সমস্ত বিষয় চিন্তাশীল ও সদা তৎপর থাকেন বুদ্ধিজীবীরা। বিশেষত সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের জনসাধারণের কল্যাণ হেতু শাসকগোষ্ঠীর কোন অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে এদের প্রতিবাদ উঠে আসে কলম এর মধ্য দিয়ে কিংবা চিত্র বা কন্ঠের মাধ্যমে বা সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে।

কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে বুদ্ধিজীবীরা যারা কিনা সাধারণ মানুষের কন্ঠ হিসাবে প্রতিফলিত হয় তারাও দলীয় রাজনীতিতে আকৃষ্ট হয়ে রাজনীতির দেনা পাওনার হিসেবে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। ফলে আজ এই দেশ গণতান্ত্রিক হওয়া সত্বেও গণতন্ত্রের সুস্বাস্থ্য নিয়ে নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ।

বুদ্ধিজীবীদের বৃহৎ অংশ আজ নিজেদের কাজ বাদ দিয়ে কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের হয়ে কথা বলছে ফলে তারা নিজস্বতা হারিয়ে কাঠ পুতুলের মতন কার্যসম্পাদন করছে । আবার অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীরা রাজনীতির স্বরুপ জানতে পেরে আগে পিছে কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে নিজ পেশায় নিমগ্ন আছে । তারা যদি আজ মেরুদন্ড সোজা রেখে রাজনীতিবিদদের বা রাষ্ট্র ও সমাজের নেতিবাচক কাজ কর্ম গুলিকে প্রশ্ন করত এবং সমাধানের কাজে এগিয়ে আসতো তবে গণতন্ত্রের পক্ষে এক স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় থাকতো। সমাজ আরো উন্নত হতো । দেশেও থাকত অগ্রগতির শিখা । আজ পরিস্থিতি এমন যে সাধারণ মানুষের মনে বুদ্ধিজীবীদের নিরপেক্ষতা নিয়ে, তাদের প্রজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন

উঠে গেছে ।এই পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করার প্রয়াস একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা চালিয়ে যাচ্ছেন যা যথেষ্ট প্রশংসনীয়।

রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতন মনীষীদের জন্যই তৎকালীন সমাজ কলুষমুক্ত হয়েছিল । কিন্তু বর্তমানে এর রেশ মাত্র নেই আর যদিও বা দু-চারজন দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী সোচ্চার হতে চান তারাও শাসকগোষ্ঠীর ঠাটে বাটে বন্দি হয়ে যান । সমাজের রূপান্তর করতে এসে নিজেরাই রূপান্তরিত হয়ে যান । এসবের মধ্যে দিয়ে সমাজের দর্পনে আজ ধুলোর আস্তরণ ।তবে কি কোনদিনই দর্পণে সামাজিক ন্যায়, সত্যতা প্রতিফলিত হবে না? গণতন্ত্র জেগে উঠবে না? সেরকম সাহসী, লালসহীন বুদ্ধিজীবী কি এই সমাজে বড়ই অভাব?

হয়তো আছে এখনও তাদের প্রতিবাদে রাজনৈতিক আসন টলমল করে ওঠে। তাদের কলমের খোঁচায় এখনো আমাদের বিবেক জাগরিত হয়, তাদের বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থিতি এখনো সাধারন মানুষের মনে আশার আলো জাগায়। সাম্প্রতিক সময়ে বুদ্ধিজীবী তথা নাগরিক সমাজের নেতৃত্বে বিভিন্ন প্রতিবাদী আন্দোলন আমরা দেখেছি মানব অধিকার হরণের ক্ষেত্রে হোক বা আন্না হাজারের নেতৃত্বে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের ডাকে ব্যাপক গণঅংশগ্রহণ এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে টুইটার, ফেসবুকে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ন্যায় ও সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোর প্রবণতা ও তৎপরতা প্রশংসাযোগ্য। রাজনীতির সর্বগ্রাসী চরিত্র প্রতিহত করার ক্ষমতা একমাত্র বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যেই আছে। সুতরাং দেশ, সমাজ ও গণতন্ত্রের সুস্বাস্থ্যের জন্য শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী প্রয়োজন।

সোশ্যাল মিডিয়া এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য

বর্তমান যুগে গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত ও সুরক্ষিত করেছে তথ্য-প্রযুক্তি, এই প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হল সামাজিক মাধ্যম ও তার ব্যবহার। সামাজিক মাধ্যমের ইতিবাচক ভূমিকার মধ্যেও এর নেতিবাচক দিকটিও মারাত্মক আকার ধারন করেছে । যা বিভ্রান্তিমূলক তথ্যের মাধ্যমে সমাজকে এক মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক জগৎ -এর দিকে পরিচালিত করেছে ।এই বিষয়টিকে আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে 'FAKE NEWS' বা বিভ্রান্তিকারী তথ্য নামে জানি।

বিশ্ব তথা ভারতের মতো উপমহাদেশে সর্বত্র সোশ্যাল মিডিয়া প্রেরিত তথ্য বা উক্তি দ্রুতগতির সাথে ছড়িয়ে পড়ে। তবে তার বৃহৎ অংশ ভুল বা বিভ্রান্তিকর তথ্য হিসেবে ছড়িয়ে পড়ছে, যা সমাজে নেতিবাচক পরিবেশের সৃষ্টি করে চলেছে। 2019 সালের একসার্ভে (তথ্য সূত্র:- IPSOS) অনুযায়ী-

- ✓ বিশ্বের 44.6% মানুষ যাচাই না করেই তথ্য শেয়ার করে থাকেন।
- ✓ 46% সংখ্যক মানুষ ভুল তথ্য সমাজকে প্রভাবিত করে বলে মনে করেন।
- ✓ 40% মানুষ যাচাই করে তবেই তা অন্যকে শেয়ার করে থাকেন।

উইকিপিডিয়ার (WIKIPEDIA) তথ্য অনুযায়ী 2020 সালে বিশ্বে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর 24.3% মানুষই এশিয়া মহাদেশের ভারত থেকে ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকেন। সে ক্ষেত্রে ভারত ভুল তথ্য পরিবেশনের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

ভারতীয় রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যবস্থায় সোশ্যাল মিডিয়া যে কোন তথ্য 'ন্যাশনাল ইনফরমেশন সেন্টার' (NIC) দ্বারা পরিচালিত সংস্থা 'PRESS INFORMATION BUREAU' (PIB) কর্তৃক যাচাই করা হয়। ভুল তথ্য প্রচার করে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি নিবারণের ক্ষেত্রে ভারতে প্রথম সাইবার আইন (CYBER LAW) 2000 সালে তৈরি করা হয়। যা ভারতে ই-কমার্সের জন্যও আইনি পরিকাঠামো নির্ধারণ করে। উল্লেখিত 2018 সালে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য শেয়ার করার জন্য ভারতের বিচারালয় 20 জনকে (তথ্য সূত্র:- WIKIPEDIA) মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রদান করেছিল।

বিভ্রান্তিমূলক তথ্যের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদক্ষেপ-

- ❖ সোশ্যাল মিডিয়ায় তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে উল্লেখ্য ভারতের সংবিধানের 66(A) নং ধারাটি; যেখানে ভারতের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত যেকোনো গোপন তথ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করার ক্ষেত্রে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হতে পারে।
- ❖ কোন ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্যের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে উস্কানি দেয় বা এমন তথ্য দেয় যা সম্ভবত সাম্প্রদায়িক উস্কানি ও দাঙ্গার অপরাধ সংঘটিত করবে সে ক্ষেত্রে IPC 153 ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দায়ী করা হয়।

- ❖ কোন ব্যক্তি দুর্যোগের তীব্রতা সম্পর্কে মিথ্যা সতর্কবাণী প্রচার করে থাকলে তার ফলস্বরূপ আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন এর অন্তর্গত 54 নম্বর ধারার অধীনে শাস্তি দেওয়া হবে।

- 2018 সালে ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিব রাজীব গাউবার নেতৃত্বাধীন কমিটি সুপারিশ করে যে, বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রধানরা যদি তাদের প্ল্যাটফর্মগুলি ভুয়া খবর বা প্রতারণা চালানোর জন্য ব্যবহার করতে থাকেন সেক্ষেত্রে যেগুলি দাঙ্গা এবং শাস্তিযোগ্য মামলার দিকে পরিচালিত হয়। এর বিরুদ্ধে কমিটি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

সরকারি কর্তব্য:-

- বিশ্বজুড়ে সরকার যেসব কাজ করতে পারে তার মধ্যে একটি হল স্বাধীন, পেশাদার সাংবাদিকতাকে উৎসাহিত করা। সাধারণ জনগণের এমন সাংবাদিকতা দরকার যা তাদের সামনে জটিল উন্নয়নের বিষয়গুলি তুলে ধরতে সাহায্য করে এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ঘটনাগুলির পরিবর্তনশীল ব্যবস্থার সাথে বিশ্লেষণ করে । অনেক ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরকারি যুক্তি সঠিকভাবে বিবৃত না হওয়ার ফলে সমাজের মধ্যে এক বিভ্রান্তি এবং ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয় । এই সুযোগে কিছু মানুষ সমাজে অশান্তি ও অবিশ্বাসের পরিবেশ নির্মাণে ইন্ধন যোগায়।

- সরকারের উচিত সোশ্যাল মাধ্যমকে গুরুত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণ করা। সাধারণ মানুষকে তথ্য বিনিময় করার ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। সংবাদমাধ্যমের দ্বারা সাধারণ জনসমাজের মধ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব।

ভুল তথ্য সমাজকে এক বিরাট ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে । যার ফলে সাধারণ জনসমাজ বিরাট বিভ্রান্তির মধ্যে অবতীর্ণ হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে কোন তথ্য বিনিময় বা ছড়ানোর ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োজন যাচাইয়ের। যাচাই না করে কোনো তথ্য শেয়ার করা উচিত নয়। অতিরিক্ত বিভ্রান্তিকর তথ্য শেয়ার করার ক্ষেত্রে আমাদের অজান্তেই এক বিরাট শাস্তিযোগ্য অপরাধে পরিণত হয়। তাই সর্বপ্রথম দরকার সচেতনতা। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগান্তকারী সাফল্যের কথা কখনোই অস্বীকার করা যায় না। তবে ভুল তথ্য তার সেই সাফল্যের অন্ধকার দিককে নির্দেশ করে। তাই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত জনসচেতনতার উপর।

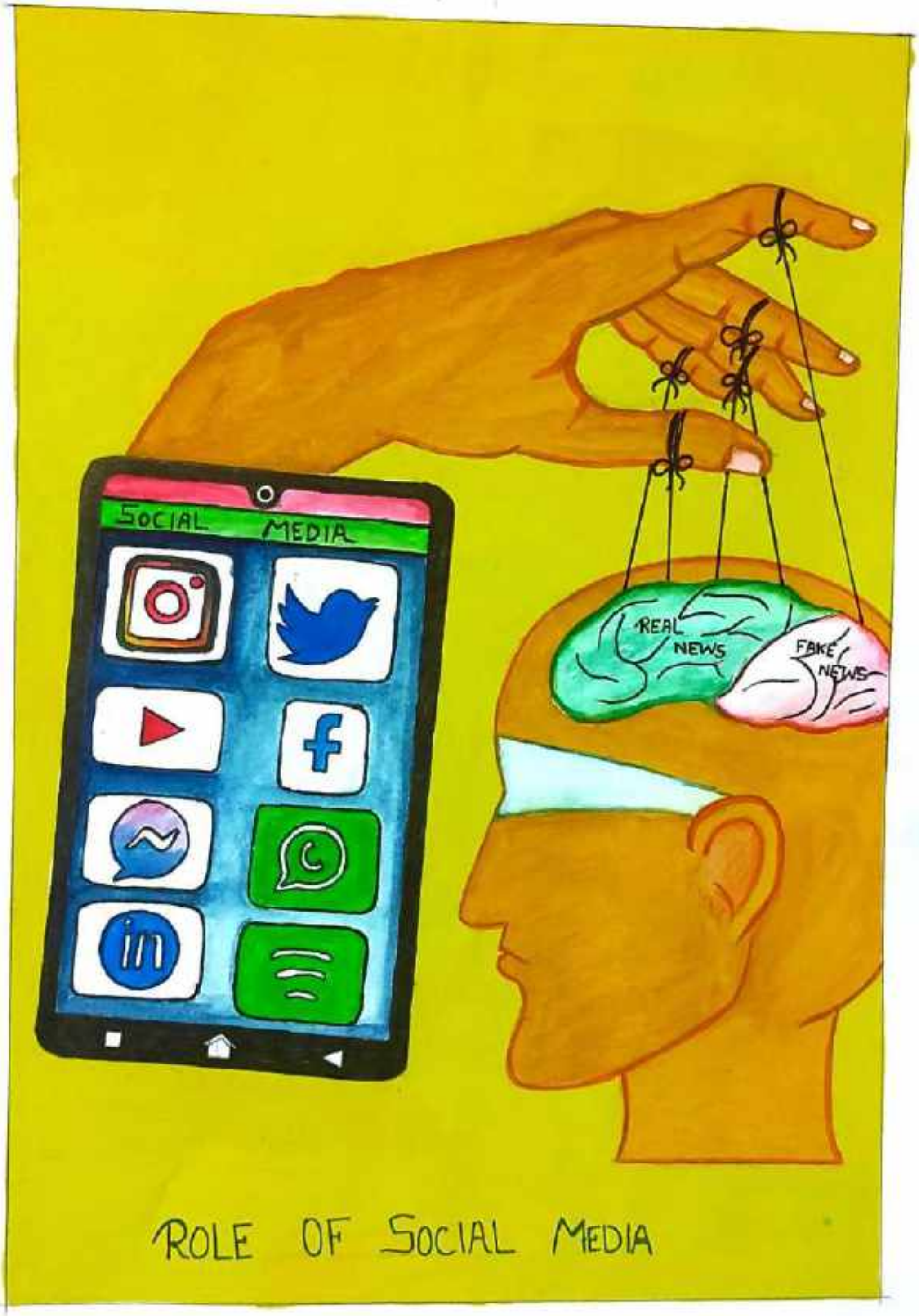
SOCIAL MEDIA
REAL NEWS
FAKE NEWS
ROLE OF SOCIAL MEDIA

Sneha Mondal
Semester II
Political science (H)

বর্তমান যুগে চ্যাটিং

‘আগুন থেকে ক্লোনিং' সভ্যতার এত বছরের ইতিহাসে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হল কম্পিউটার। আজ থেকে প্রায় তিন সাড়ে তিন দশক আগে চার্লস ব্যবেজ কম্পিউটার আবিষ্কার করেন (১৯৮২) । ধরে নেওয়া যায় এই সময় থেকেই তথ্যপ্রযুক্তি যুগের সূত্রপাত।

সময়ের সাথে সাথে যান্ত্রিকতা প্রভাব বিস্তার করেছে মানব সমাজের উপর। এই ভাবেই ধীরে ধীরে মোবাইল ফোনের আবির্ভাব ঘটে এর পাশাপাশি ২০০৮ সালে সর্ব প্রথম বিশ্বসামজিক আন্ত:যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের যাত্রা শুরু হয়। এখান থেকেই শুরু হয় নতুন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের। পরবর্তী সময়ে একাধিক সামাজিক মাধ্যম এর উদ্ভব হয় যা দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে যোগাযোগ, কথোপকথন, তথ্য আদান-প্রদানকে সহজ করে। এই প্রক্রিয়ার অবিচ্ছিন্ন অংশ হলো চ্যাটিং।

চ্যাটিং কি সেই বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। চ্যাটিং হলো এমন একটি মাধ্যম যার সাহায্যে কোন আত্মীয়,বন্ধুর সাথে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা না করে সরাসরি কথা বলা যায়। এর ফলে চিঠি বা email এ যে দীর্ঘ সময় লাগতো প্রত্যুত্তর পেতে সেই দীর্ঘ সময় লাগে না। সম্পর্ক একটা নতুন মাত্রা পায়। এই চ্যাটিং কে আমরা মূলত চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি-

১. ব্যক্তিগত চ্যাটিং

২. সামাজিক চ্যাটিং

৩. রাজনৈতিক চ্যাটিং

৪. অপরাধমূলক চ্যাটিং

‘ব্যক্তিগত চ্যাটিং' আত্মীয় পরিজন, বন্ধু- বান্ধবী, প্রেমিক-প্রেমিকা এদের মাঝের চ্যাটিংকে বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন কথোপকথন, খোঁজখবর নেওয়া, ছবি ইত্যাদি আদান-প্রদান হয়ে থাকে, এর ফলে পারিবারিক ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সম্পর্ক আরো সহজ ও গতিশীল হয়েছে।

‘সামাজিক চ্যাটিং' মানুষের বিভিন্ন চিন্তাধারা মনোভাবকে প্রজ্বলিত করে থাকে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্ম , সেই সংক্রান্ত তথ্য, ছবি আদান-প্রদান, এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক কাজে মানুষকে উৎসাহিত করা যেতে পারে । ফলে মানুষ আরো বেশি করে একে অপরের পাশে দাড়ানোর জন্য অনুপ্রাণিত হয়।

‘রাজনৈতিক চ্যাটিং' আমরা জানি আমাদের দেশে একাধিক সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল এবং অনেক আঞ্চলিক দল রয়েছে। এছাড়া ভারতবর্ষের ৬৪.৮% শিক্ষিত মানুষ বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে থাকে। বর্তমানে এই মহামারীর পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলগুলি এবং সাধারণ মানুষ আরো বেশি করে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে এই জাতীয় আলাপ-আলোচনা করছেন। এর ফলে রাজনৈতিক দলগুলির বিভিন্ন ক্যাম্পেন, পোস্টার, প্রকল্প ইত্যাদি এবং বিরোধী পক্ষের মন্তব্য বক্তব্য সরাসরি জনগণের সামনে প্রতিফলিত হচ্ছে। এর ফল স্বরূপ জনগন ভোট দানের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছে এছাড়া রাজনৈতিক দল গুলোর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য গুলি জনসম্মুখে সহজে প্রতিফলিত হচ্ছে বলে মনে হয়।

‘অপরাধমূলক চ্যাটিং' সমস্ত উদ্ভাবনের যেমন একটি ভালো দিক থাকে তেমনি একটি খারাপ দিকও থাকে। যেমন মুদ্রার দুই দিক একে অপরের সাথে সম্পর্কিত তেমনই চ্যাটিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি কারী সংস্থা যেমন (ISIS) আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এই চ্যাটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা ভিনদেশে বসেও অন্যান্য দেশের মানুষদের বিভিন্ন প্রলোভন, ভয় দেখিয়ে নিজের দেশের বিরুদ্ধে গিয়ে সেই সব দলে যোগ দিতে বাধ্য করেছে। এখান থেকেই জন্ম নিয়েছে সুপার স্লেস এর মত গোষ্ঠী। যারা প্রতিনিয়ত দেশের ক্ষতির চিন্তাভাবনা করছে, সমাজ মধ্যম কে ব্যবহার করে। অনেক মানুষ তাদের কুরুচিকর বক্তব্য চ্যাটিং এর মাধ্যমে পেশ করছে এবং ছেলেরা মেয়েদের ও মেয়েরা ছেলেদের ছদ্মনাম ব্যবহার করে একে অপরকে প্রলুব্ধ করে অপরাধ মূলক কাজ কর্ম চালাচ্ছে সমাজ মাধ্যম দ্বারা।

২০২১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সারা বিশ্বের ৭.৭ বিলিয়ন মানুষের মধ্যে ৩.৯৬ বিলিয়ন মানুষ social media ব্যাবহার করে থাকেন। মূলত এই পরিসংখ্যানেই বলে দেয় চ্যাটিং এর জনপ্রিয়তা এবং চাহিদা কত বেশি। Global social media statistics অনুযায়ী ৫৩.৬% মানুষ চ্যাটিং এর মাধ্যমে তাদের আলাপ-আলোচনা চালান।

সেই রকম ভারতের ১৩৬.৬৪ বিলিয়ন মানুষের মধ্যে ৪৪৮ মিলিয়ন মানুষ সক্রিয় ভাবে social media ব্যাবহার করে। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় chating application হল whatsApp। ভারতবর্ষের প্রায় ৩৯০মিলিয়ন মানুষ whatsApp ব্যাবহার করে থাকেন (ISO পরিসংখ্যান অনুযায়ী)।এই পরিসংখ্যান গুলি প্রমাণ করে দেয় এই প্রযুক্তিগত সামাজিক মাধ্যম গুলির চাহিদা কি ভাবে দিন দিন বেড়ে চলেছে। এই মাধ্যম গুলি ভারত তথা বিশ্বের যোগাযোগ মাধ্যম ও তথ্য আদান-প্রদানের একটা ভিত হয়ে উঠেছে। এর থেকেই অনুমান করা যায় এই পরিসংখ্যান গুলি আরো বাড়বে এবং সামাজিক মাধ্যম দ্বারা তথ্য -প্রযুক্তির যুগ আরো সুন্দর ও গতিশীল হয়ে উঠবে।

NAbabmika BISWAS
Semester II
Political science (h)

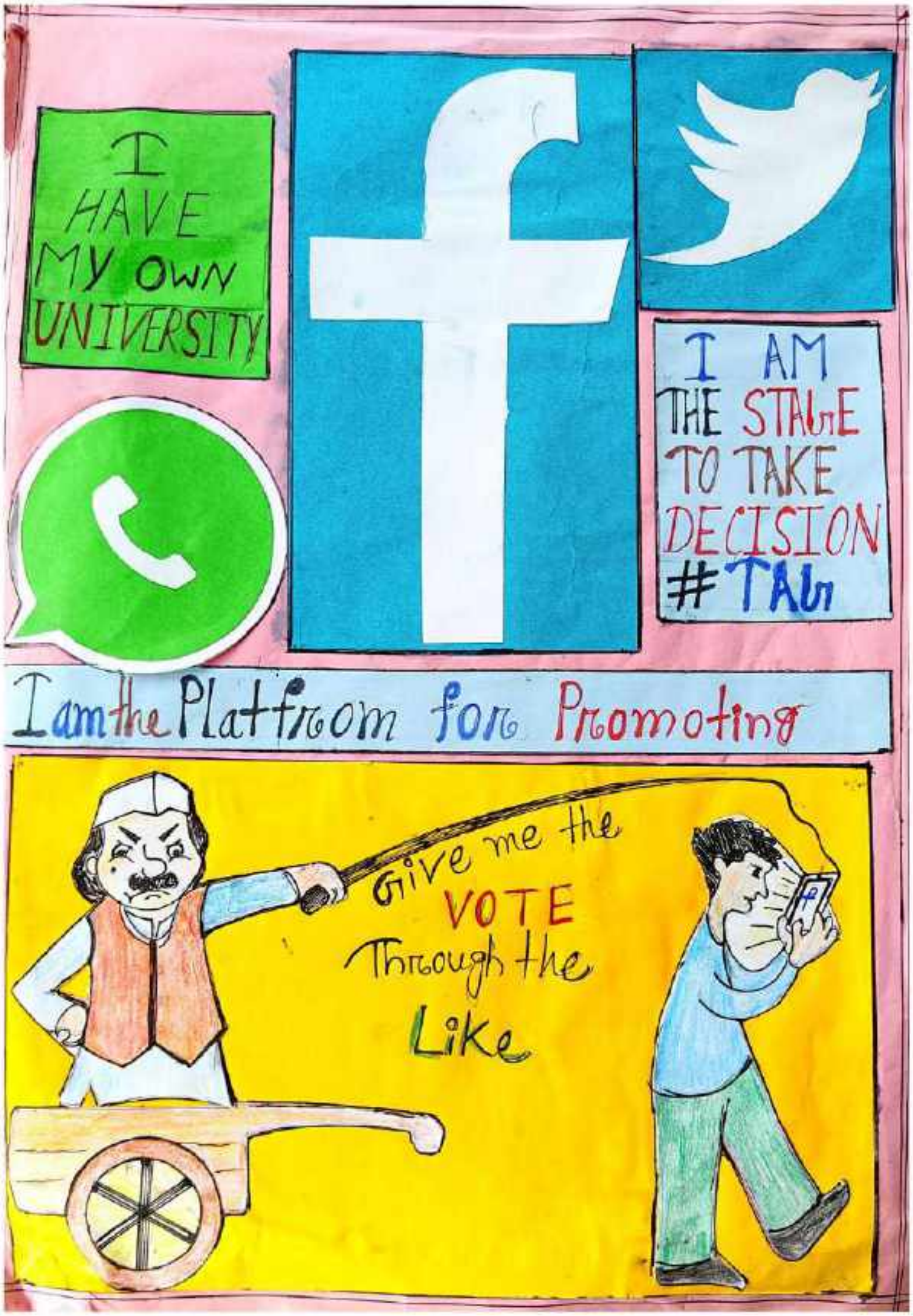
I HAVE MY OWN UNIVERSITY
I AM THE STAGE TO TAKE DECISION #TAG
I am the Platfroom for Promoting
Give me the VOTE Through the Like

ROHIT DAS
SEMESTER IV
POLITICAL SCIENCE (H)

সমাজ মাধ্যমের রাজনীতি

সোশ্যাল মিডিয়া হলো এমন একটি মাধ্যম যার দ্বারা সমাজে কোথায় কি হচ্ছে সেই খবর দ্রুতগতিতে জানতে পারি। রাজনীতি যেহেতু সমাজেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাই রাজনীতি সংক্রান্ত খবর, তথ্য মত- দ্বিমত বিভিন্ন আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি আমরা জানতে পারি। সোশ্যাল মিডিয়ার দ্বারা অনেক অজানা তথ্য নিমেষের মধ্যে আমরা পেয়ে যাচ্ছি।সোশ্যাল মিডিয়া অনেকগুলি প্ল্যাটফর্ম রয়েছে যেমন Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube, LinkedIn, koo, Sandesh ইত্যাদি ছাড়াও আরো অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পরিবারের সাথে, দূরে থাকা বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সহজে যোগাযোগ করা যায়। কোন নাগরিক কোন সমস্যায় পড়লে বা সরকারকে বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব বর্গের কোন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার একটি মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া। 2015 সালের সময় থেকে ভারতবর্ষের বিদেশ মন্ত্রকের ভূমিকা এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কারণ বিদেশে কর্মরত বহু ভারতীয় নাগরিক, ভারতে আসা বিদেশীরা, কোন সমস্যায় পড়লে আইনগত সমস্যা হোক বা ভিসা সংক্রান্ত সমস্যা হোক তারা টুইটারে বিদেশ মন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করলে খুব দ্রুত গতিতে বিদেশ মন্ত্রকের সাহায্য পেয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চল ভিত্তিক সমস্যা গুলি তুলে ধরার ক্ষেত্রে বর্তমানে বহুল প্রচলিত ফেসবুক লাইভ কার্যকারী মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক বক্তৃতা বা প্রতিশ্রুতি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচলিত হচ্ছে।

সোশ্যাল মিডিয়ার উদ্ভবের ফলে গোটা বিশ্বের রাজনৈতিক পরিভাষা পাল্টে গেছে। বিশ্বের উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে রাজনৈতিক প্রতিবাদ, প্রচার ও যোগাযোগ করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।রাজনৈতিক- সামাজিক আন্দোলন, নির্বাচনী প্রচার, নির্বাচনের সমীক্ষার কাজে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহৃত হয়। দেশের নেতা মন্ত্রীদের ভালো-মন্দ কাজ ধরা পড়ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে, এক দেশের সাথে অন্য দেশের সম্পর্ক, চুক্তি, বৈদেশিক পরিস্থিতি দ্রুত জানতে পারছে জনগণ । যেমন বর্তমানে আফগানিস্থানে তালিবানি দখলের পর সেখানকার পরিস্থিতি, সেখানকার বিদেশি নাগরিকরা কেমন ভাবে আফগানিস্তান ছাড়ার চেষ্টা চালাচ্ছে, তাদের সাথে তালিবানিদের ব্যবহার বা বিভিন্ন দেশের নাগরিকরা তাদের দেশের সরকারের কাছে আবেদন রাখার জন্য ভিডিও বা চিঠি-পত্র সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট গুলির মাধ্যমে তুলে ধরছে। বর্তমানে ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা নাগরিক পরিষেবা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট গতি সঞ্চারিত করেছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সামাজিক মাধ্যমে প্রচার ও ই-গভর্নেন্স এর কার্যকারিতার ফলে সরকারি পরিষেবা নাগরিকদের হাতের মুঠোয় এসে পৌঁছেছে।

LOKNATH DUTTA
SEMESTER IV
POLITICAL SCIENCE (H)

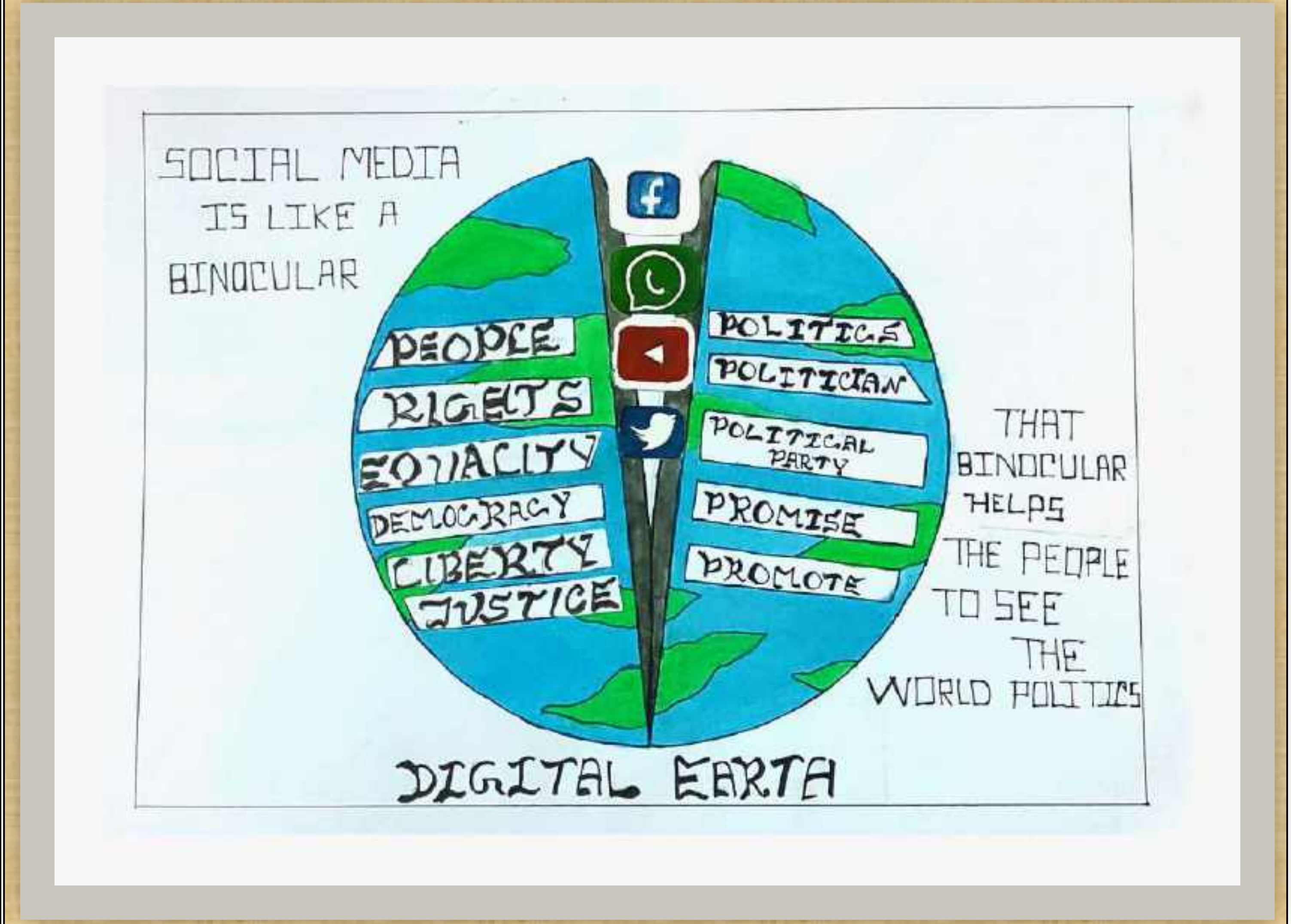
SOCIAL MEDIA
IS LIKE A
BINOCULAR
PEOPLE
RIGHTS
EQUALITY
DEMOCRACY
LIBERTY
JUSTICE
POLITICS
POLITICIAN
POLITICAL PARTY
PROMISE
PROMOTE
THAT
BINOCULAR
HELPS
THE PEOPLE
TO SEE
THE
WORLD POLITICS
DIGITAL EARTH

Sneha Mondal
Semester II
Political science (h)

আদর্শভ্রষ্ট বুদ্ধিজীবী

আদর্শ বুদ্ধিজীবী হল সেইসব মানুষ যারা নিজেদের বিবেক, বুদ্ধি, চিন্তা-ভাবনাকে সমাজের কল্যাণের জন্য তুলে ধরে। এরা সমাজের বিভিন্ন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, প্রশ্নতোলে। সাধারণত বুদ্ধিজীবী বলতে বোঝাই বিজ্ঞানী, আইনজীবী, চিত্রশিল্পী, কবি, লেখক, গায়ক, চিকিৎসক, চলচ্চিত্র নাটকের গণ্যমান্য ব্যাক্তি বা হতে পারে কোন এক সাধারণ মানুষ, যারা তাদের কাজকর্মে, কলমের মাধ্যমে সমাজের কল্যাণকে তুলে ধরে।

কিন্তু বর্তমান সমাজে আদর্শ বুদ্ধিজীবীর অভাব। বাস্তবে এমন অনেক বুদ্ধিজীবী দেখা যায়, যারা কোনো রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত বা পক্ষপাতদুষ্ট।এরা সেই বুদ্ধিজীবী নয়, যার মন আমজনতার দুঃখে কেঁদে ওঠে। এরা হলো সমাজের একদল মানুষ যারা অর্থের লালসায় ও ক্ষমতার মোহে দাসত্ব বরণ করেছে । এরা বিপদে পড়ার ভয়ে, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা হারানোর ভয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন তোলে না। এই বহুরূপী বুদ্ধিজীবীরা মানুষের জন্য, সমাজের উন্নয়নের জন্য ভাবে না,ভাবেন শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থ। এরা নিজেদের বিবেক বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে নিজেদের জায়গা তৈরি করে নিয়েছেন। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে এদের কার্যকরী চিন্তাভাবনা দেখা যায় না।

যে বুদ্ধিজীবীরা সমাজ কল্যাণের পুরোধা তাদের এই নিষ্ক্রিয়তা সমাজকে অন্ধকারময় করে তুলছে। তাদের এই নীরবতা আমাদের প্রজন্মকেও নীরব করে দিচ্ছে। কল্যাণকর সমাজ গড়ে তুলতে দরকার প্রতিবাদী, সচেতন বুদ্ধিজীবী, যাদের আদর্শ হবে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সেই সব বুদ্ধিজীবীদের মতো, যারা শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক জাগরণের জন্য নিবেদিত।

Sabikun Nahar
Semester II
Political science (H)

নাগরিক সমাজের দৃষ্টিতে LGBT

সমাজ বিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের উদ্ভব হয়। বর্তমান সমাজে তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতি ও মর্যাদার দাবি এবং এই দাবিকে কেন্দ্র করে আন্দোলন, সেই আন্দোলনে নাগরিক সমাজ – বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন ও সংশয় পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে LGBT সম্প্রদায়ের সামাজিক বঞ্চনা, আন্দোলন এবং তাদের স্বীকৃতির ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের ভূমিকাও অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। আমরা যদি সঠিকভাবে চিন্তা করি বা দেখি তাহলেই বুঝতে পারবো সমাজের চোখে তাদের স্থান কোথায়, সমাজ তাদের কি দিয়েছে আর তারাই বা প্রকৃতপক্ষে কি পেয়েছে সমাজ থেকে? ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামী, সমকামী (গে ও লেসবিয়ান), উভকামী দের যদি সামাজিক অবস্থান দেখা যায় তাদের বারংবার সামাজিক অত্যাচার, অবিচার ও বঞ্চনার সম্মুখীন হতে হয়। সমাজের তথাকথিত এলিট শ্রেণীর মধ্যেও এই প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর ট্রান্সজেন্ডার ইকুয়ালিটি এন্ড টাস্ক ফোর্সের 'প্রতি স্তরে অবিচার' (Injustice at every step) শীর্ষক প্রতিবেদনে তাদের এক করুণ ও ভয়াবহ অবস্থার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সেগুলো অনেকটা এরূপ–

১. তারা সাধারন নাগরিকদের থেকে অনেক বেশি দারিদ্র পূর্ণ জীবন কাটায় কারণ তাদের 90% চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য, অন্যায় আচরণ, হয়রানি ও নিগ্রহের শিকার হতে হয়। তারপরেও হয়তো এই মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা তথাকথিত সভ্য মানুষরুপী অসভ্য মানুষদের থাবায় কেবল মানসিক নির্যাতন নয় ,শারীরিক ভাবে নির্যাতিত হতে হয় । কাজের আশায় যাওয়া সেই রূপান্তরকামী মেয়েটি কিংবা গে ছেলেটি না পায় কাজ বা কাজ পেলেও কর্মক্ষেত্রে মর্যাদা পায় না, ফলে LGBT সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারত্বের হার অনেক বেশি। অনেকে আবার বাল্য বয়স থেকেই যৌন নির্যাতনের শিকার । তাদের জীবনচক্রে যৌন নির্যাতন অবশ্যম্ভাবী ধরে নিতে হয়। নির্যাতিত হয়ে যে পুলিশের কাছে যাবে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি, প্রায় 22% অভিযোগকারী পুলিশের নির্যাতনের সম্মুখীন হয়। এই শ্রেণীভূক্ত ব্যাক্তিদের সেই সাধারণ নাগরিক অধিকারটুকু নেই যে তারা সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে পারে। এসব ছাড়াও প্রতিনিয়ত রাস্তাঘাটে নানারকম কুবচন (slang) সর্বোপরি ধারাবাহিকভাবে শোষণের সম্মুখীন হতে হয়। ট্রেনে, বাসে দেখা যায় এমন চিত্র । শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়ে, মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হতে থাকে, তাদের সত্বা ক্ষুণ্ণ হতে থাকে আর তারপরেই অবসাদ বিষন্নতায় ডুবে পরিণতি হয় আত্মহত্যার মত নিকৃষ্টতম কাজ (41% LGBT- দের এভাবেই মেরে ফেলা হয়) | অনেক লড়াই, অনেক লাঞ্ছনা-বঞ্চনা এবং দীর্ঘ কয়েক দশক আন্দোলনের পর তারা তাদের সেই আইনি অধিকার (377 নং ধারা, 6th September,

2018) পেয়েছে। নাগরিক সমাজের ইতিবাচক ভূমিকা এবং LGBT সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষিত মানুষদের ভূমিকা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে বিভিন্ন পেশায় LGBT সম্প্রদায়ের মানুষেরা সাফল্যের নিদর্শন রাখছে এবং সমাজ তাদের স্বীকৃতি দিচ্ছে। এটি হলো দীর্ঘমেয়াদি মানসিক গঠন নির্মাণের প্রক্রিয়া যা একদিনে সম্ভব নয় এবং এই কাজে নাগরিক সমাজকে অগ্রগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

জেন্ডার ইকুয়ালিটির আলোচনায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কেবলই নারী-পুরুষের বৈষম্য মূলক আলোচনা, তৃতীয় লিঙ্গের ইকুয়ালিটির কথা তেমন ভাবে উল্লেখিত হয় না । বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীকে এই সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

তৃতীয় লিঙ্গ দের স্বীকৃতির কথা আমরা বলতে পারি যেমন মিস্টার(Mr) বা মিস (Miss)এর পরিবর্তে (Mx)-এর ব্যবহার করে গ্রাজুয়েশনের শংসাপত্রে। ভারতের প্রথম হায়দ্রাবাদের নালসার আইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী অনিন্দিতার(LGBT) আবেদন স্বরুপ এরুপ এক অভিনব পদক্ষেপ নেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ,যা সত্যিই প্রশংসনীয়।এইরুপ ছোট ছোট পদক্ষেপই পরিবর্তন আনতে পারে। আমরা যদি বর্তমানে দাঁড়িয়ে LGBT সম্প্রদায়কে দেখতে যাই তাহলে ভারতের কিছু বিশেষ ব্যক্তিত্বের চিত্র আমাদের সম্মুখে ফুটে ওঠে। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিখ্যাত পরিচালক, অভিনেতা এবং লেখক ঋতুপর্ণ ঘোষ,স্বর্ণপদক প্রাপক ক্রীড়াবিদ পিঙ্কি প্রামানিক, মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি ভারতের প্রথম রুপান্তরকামী অধ্যক্ষ (কৃষ্ণনগর ওমেন্স কলেজ) নিযুক্ত হন,সাবনাম বানো, প্রথম রুপান্তরকামী বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হন মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায়ে 1988 থেকে 2003 সাল পর্যন্ত (ভারতবর্ষে হিজরাদের ভোটাধিকার স্বীকৃতি পায় 1994 সালে)সমাজ এদের স্বীকৃতি এবং মর্যাদা দিয়েছে সুতরাং সম্পূর্ণ LGBT সম্প্রদায়ের স্বীকৃতির পথ প্রশস্ত হচ্ছে বলা যায়।

আত্মপরিচয় নির্মাণের, সামাজিক স্বীকৃতির এই আন্দোলন যা মানুষের মর্যাদার সাথে যুক্ত, পরিচয়ের সাথে যুক্ত, বুদ্ধিজীবী সমাজ তথা নাগরিক সমাজের কর্তব্য LGBT সম্প্রদায়ের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার এইআন্দোলনে সমগ্র সমাজের সমর্থন নির্মাণ করা।

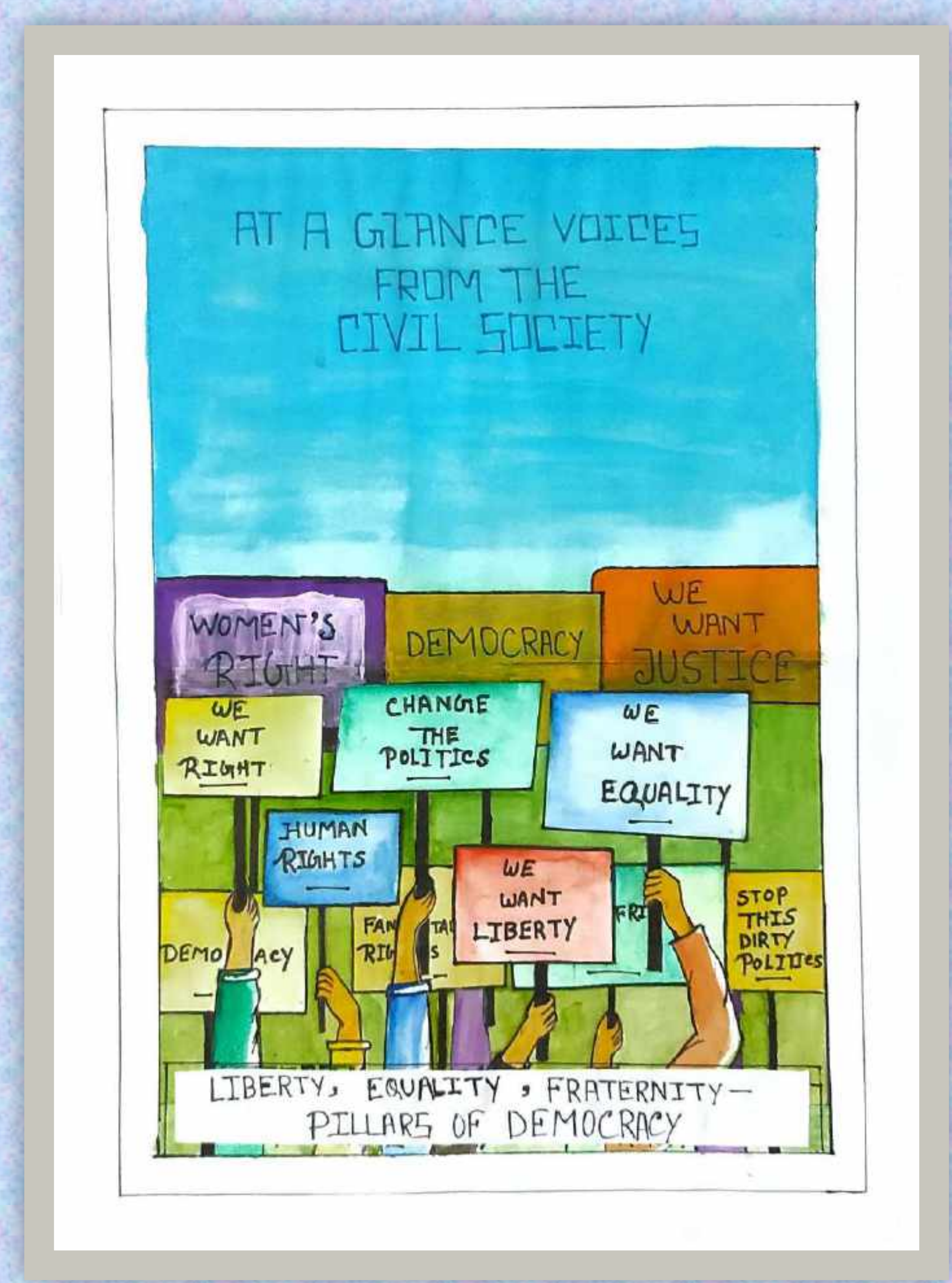
AT A GLANCE VOICES FROM THE CIVIL SOCIETY
WOMEN'S RIGHT
DEMOCRACY
WE WANT JUSTICE
WE WANT RIGHT
CHANGE THE POLITICS
WE WANT EQUALITY
HUMAN RIGHTS
WE WANT LIBERTY
STOP THIS DIRTY POLITICS
LIBERTY, EQUALITY, FRATERNITY— PILLARS OF DEMOCRACY

Sneha Mondal
Semester II
Political science (H)

সোশ্যাল মিডিয়া : রাজনৈতিক প্রচারের উত্তর আধুনিক ক্ষেত্র

"ভাবি আমার মুখ দেখাব

মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে"।

কবি শঙ্খ ঘোষের এই বক্তব্য তথা আশঙ্কা একবিংশ শতকে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক,তবে বর্তমানে বিজ্ঞাপনের মাধ্যম ও ধারারা কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। কালক্রমে সমাজ আধুনিক থেকে আধুনিকতর হয়ে উঠেছে ও সমাজ মাধমের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে । 1983 সালে 'Internet' নামক এক অদৃশ্য জালিকার আবিষ্কার সমাজে এক নতুন সমাজবিপ্লব যা কালক্রমে আরও সুদূরপ্রসারি হবে এবং সমাজের অন্যান্য ব্যবস্থাগুলিকে প্রভাবিত করবে।

রাজনীতিতেও এই 'Internet' নামক বিপ্লবের প্রভাবকে সুস্পষ্টভাবে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ইন্ধন দিয়েছে 2006 সালে আবির্ভুত Facebook, Twitter ও 2009 সালের What'sApp এছাড়াও youtube, Google, Instagram প্রভৃতি । সমাজ মাধ্যমগুলি আমাদের কাছে তথ্য সরবরাহের সাথে সাথে মতামত প্রদান ও বিনিময়ের পরিসর দেয়।

2004 সালের USA Presidential Election- এর পর আমরা Internet পরিচালিত সমাজ মাধ্যম গুলির রাজনৈতিক কার্যকারিতা দেখতে পাই। কালক্রমে Facebook, Twitter প্রভৃতি প্রভাব বিস্তার করে। 2020 সালে USA -রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে Facebook-এ নির্বাচনী প্রচারের জন্য Donald Trump ও Joe Biden প্রায় 45.4 মিলিয়ন অর্থব্যয় করেন, এর থেকে প্রমানিত সমাজমাধ্যম গুলির প্রভাব ।

Facebook, Twitter, Youtube, Instagram প্রভৃতি মাধ্যমে প্রতিনিয়ত যা অনুসরণ করি সেই সর্ম্পকিত Post, News, Meme, Ads, videos আমাদের Recommend-এ আসতে থাকে । আমরা ভাবিনা তারা কী করে জানছে আমাদের পছন্দের কথা। তারা কি নজরদারি রাখছে আমাদের ওপর? কোনো দ্রব্যের Ads, Videos প্রভৃতি যেমন আমাদের মস্তিস্কের ওপর একটা illusion তৈরি করে। রাজনৈতিক প্রচারের ক্ষেত্রে ঠিক একই কৌশল ব্যবহার হচ্ছে।

পুজিবাদী এই মার্কেটিং প্রক্রিয়া বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে রাজনৈতিক কারণে। 2014 সালে আমাদের লোকসভা নির্বাচনে প্রথম সমাজমাধ্যমের ব্যবহার দেখা যায়। ভারতের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল, BJP প্রদত্ত 500 কোটি টাকা ও CONG প্রদত্ত 400 কোটি টাকা সমাজমাধ্যমে ব্যায়ের মাধ্যমে তা স্পস্ট। ভারতে মোট জনসংখ্যার 340 মিলিয়ন মানুষ Facebook, 390 মিলিয়ন মানুষ What'sApp এবং 17.5 মিলিয়ন মানুষ Twitter ব্যাবহারকারী ফলে সমাজমাধ্যমগুলি একটি বৃহৎ প্রচার মঞ্চ।

2019 সালে নির্বাচনে What'sApp-এর ব্যবহারের প্রভাবকে লক্ষ্য রেখে এই নির্বাচনকে বলা হয় ভারতের "What'sApp Election" শুধুমাত্র Official What'sApp Group-এর জন্য ব্যবহার করা হয় 20 কোটি টাকা। 2019 সালের সমাজমাধ্যমে নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের মধ্যে 60% ছিল BJP প্রদত্ত। পরবর্তীতে 2020 সালে শুধুমাএ বিহার নির্বাচনের জন্য BJP নির্বাচনী প্রচারের কাজে তৈরি করা হয় 72,000 group ও 9500 IT Cell।

বর্তমানে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নিজস্ব পেশাদার IT Cell আছে যারা দলের কর্মীদের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের কৌশল ও পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করে। Twitter বর্তমানে সিধান্ত ও মতামত প্রকাশের মঞ্চ হয়ে উঠেছে, কোন বিষয়কে চর্চায় তুলে ধরার জন্য #Tag পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। 2021 সালে পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা যায় TMC দলের পক্ষ থেকে প্রায় 2,83,03,665 টাকা ব্যয় করা হয় Facebook-এ 248 টি বিজ্ঞাপনের জন্য, অন্য দিকে BJP-র পক্ষ থেকে ব্যয় হয় 2,04,74,527 টাকা, 1703টি বিজ্ঞাপনের জন্য, এই তথ্য জানা যায় Facebook এর নিজস্ব Facebook Ad Library Report থেকে।

অতএব একথা স্পষ্ট যে সমাজের অন্যান্য দিকের মতো রাজনীতিতেও সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব ক্রমবর্ধমান। রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষেত্রে ডিজিটাল সৈনিক শব্দটি প্রচলন শুরু হয়েছে। অর্থাৎ সমাজ মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলির কত সংখ্যক কর্মী আছে, কত সংখ্যক কর্মী-সমর্থকরা সক্রিয় এই হিসেবের নিরিখে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রভাব এবং দখলদারি নির্ধারিত হয়। ডানপন্থী, বামপন্থী, কংগ্রেসী ঘরানার রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে সকলেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের শক্তি বৃদ্ধিতে তৎপর হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব ,মন্ত্রী, সাংসদ ও বিধায়ক সকলেই সমাজ মাধ্যমে নিজেদের দৈনন্দিন কাজকর্মের, পরিকল্পনার ও ঘোষণার কথা তুলে ধরেন।রাজনীতি এবং সমাজ মাধ্যমের এই ওতপ্রোত সম্পর্ক রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চায় এক নতুন অধ্যায় এবং দৃষ্টিভঙ্গি সংযুক্ত করার পথে এগিয়ে চলছে ।

ROHIT DAS
SEMESTER IV
POLITICAL SCIENCE (H)

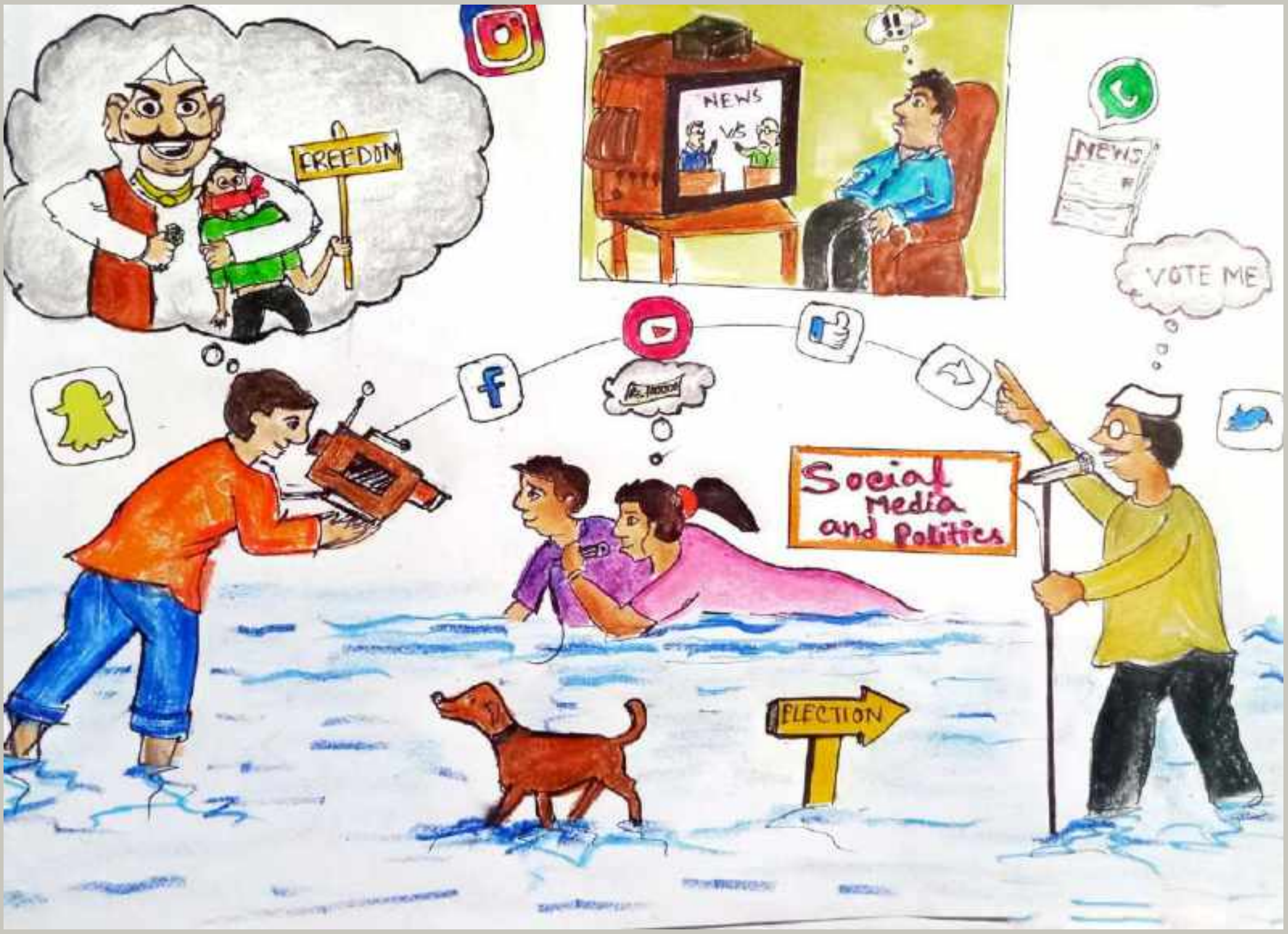
FREEDOM
!!
NEWS
VS
NEWS
VOTE ME
Social Media and Politics
ELECTION

Soumi Mondal
Semester II
Political science (H)

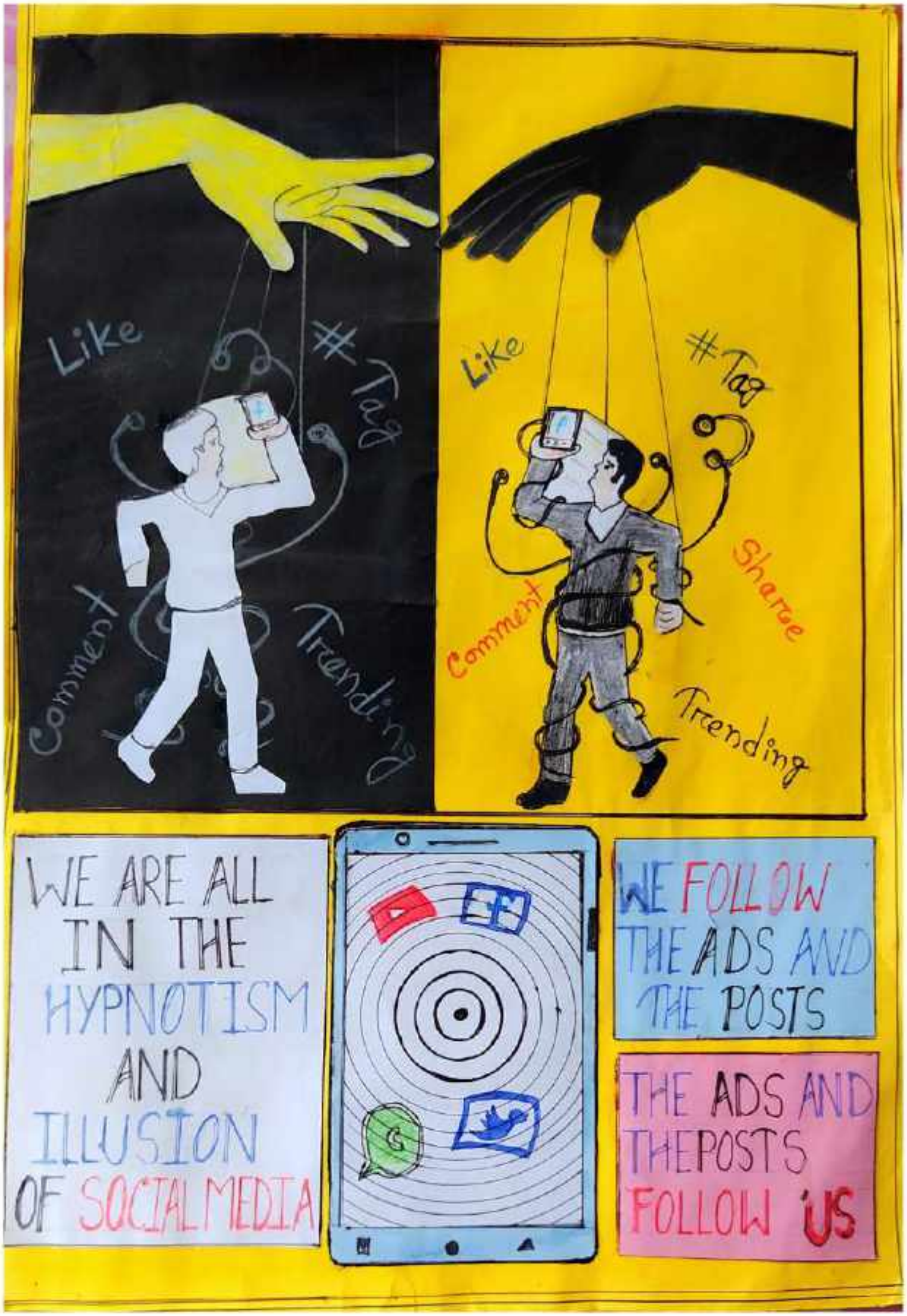
Like
# Tag
Comment
Trending
Like
# Tag
Share
Comment
Trending
WE ARE ALL IN THE HYPNOTISM AND ILLUSION OF SOCIAL MEDIA
WE FOLLOW THE ADS AND THE POSTS
THE ADS AND THE POSTS FOLLOW US

Rohit Das
Semester iv
Political science (h)

CYBER LAW

Introduction

“Cyber” is a prefix used to describe a person, thing or idea as a part of computer and information age. Taken from “kybernetes”, a Greek word for “steersman” or “governor,” it was first used in cybernetics. The word was coined by Norbert Wiener and his colleagues. The virtual world of internet is known as Cyberspace and the laws governing this domain are known as Cyber laws. All the participants in this domain known as netizens, come under the ambit of these laws. Cyber laws constitute that branch of law which deals with the legal issues relating to the use of inter-networked information technology. In short, cyber laws are ~~is~~ the laws that govern the computers and the internet. The growth of Electronic Commerce has propelled the need for vibrant and effective regulatory mechanisms which would strengthen the legal infrastructure, so crucial for ~~to~~ the success of E-commerce. All the regulatory mechanisms and legal infrastructure are maintained by the Cyber Laws. Cyber law is important because it touches almost all aspects of transactions and activities in the cyberspace. Every action and reaction in cyberspace has legal perspectiveconsideringpossible vulnerabilities and threats to security.

Need for cyber laws

In today’s tech-savvy environment, the world is becoming more and more digitally sophisticated and so are the crimes. Internet was initially developed as a research and information sharing tool and was in an unregulated manner. As the time passed by, it became more commercial, competitive and of high demand for transaction with e-business, e-commerce, e-governance, e-procurement etc. All legal issues related to internet crime are dealt by cyber laws. As the number of internet users is on the rise, the need for cyber laws and its application has attained great momentum.

Cyber laws in India

In India, cyber laws are enumerated in the Information Technology Act, 2000 (IT Act) which came into force on October 17, 2000. The main purpose of the Act is to provide legal recognition to electronic commerce and to facilitate filing of Electronic records with the Government.

The following Act, Rules and Regulations are covered under cyber laws:

1. Information Technology Act, 2000
2. Information Technology (Certifying Authorities) Rules, 2000
3. Information Technology (Security Procedure) Rules, 2004
4. Information Technology (Certifying Authority) Regulations, 2001

IT Amendment Act, 2008: The Information Technology Act, 2000 was amended in 2008 to reinforce the cyber laws. The IT Amendment Act was passed by the Indian Parliament in October 2008 and came into force a year later. The Act is administered by the Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In) The original Act was developed to promote the IT industry, regulate e-commerce, facilitate e-governance and prevent cybercrime. The Act aims to foster security practices within India that would serve the country in a global context. The amendments in 2008 include redefining terms such as "communication device" to reflect current use; validating electronic signatures and contracts; making the owner of a given IP address responsible for content accessed or distributed through it; and making the companies/corporations responsible for implementing effective data security practices and liable for breaches.

The Information Technology Rules 2021

The IT rules 2021 seek to address cyber security concern of the citizens without infringing their privacy and personal liberties as well as maintaining digital sovereignty. IT Rules 2021 aim to empower ordinary users of social media platforms and OTT platforms with a mechanism for redressal and timely resolution of their grievance with the help of a Grievance Redressal Officer (GRO) who should be a resident of India. Special emphasis has been given on the protection of women and children from sexual offences, fake news and other misuse of the social media. Identification of the "first originator of the information" would be required in case of any offence related to sovereignty and integrity of India. A Chief compliance officer, a resident of India, also needs to be appointed and that person shall be responsible for ensuring compliance with the rules.

Conclusion

Although not all people are victims of cyber crime, still all the netizens are at risk. Cyber crimes are of varied nature and kind. These crimes don't always occur beyond the computers, but executed by the computers. The hackers can take control over the online resources and regulate skillfully from remote destinations without any knowledge of the victims. Crimes committed beyond the computers are the basic features of 21st century. With the rapid advancement of technology, criminals don't plan to rob banks physically, or loot at the gunpoint. They have everything within their grip to commit crime. Their chief weapons are not guns anymore; they attack with mouse cursors and passwords.

SAGAR BHAUMIK
SEMESTER IV
POLITICAL SCIENCE (H)

EDITING AND DESIGNING

SUDIPTA PAL

4th Semester

Political science (H)